



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 273 Issue • 8 October, 2021, Friday • ২১ আশ্বিন, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

পূজায় চলবে অফিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। একেই বলে “শাসন-প্রশাসন”, দুর্গাপূজার দিনেও, কর্মচারীদের থেকে কাজ আদায় করে নেবে সরকার। ওন্ড আগরতলা ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত অফিস খোলা থাকবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের কাজে জিওট্যাগিং করার কাজ সারতে হবে, সারতে হবে রেজিস্ট্রেশন। ১৬ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে ঘর যারা পেয়েছেন, তাদের সাথে মিটিং করে ঘর তৈরির কাজ শুরু করা এবং প্রথম কিস্তির টাকা রিলিজের ব্যবস্থা করতে হবে। স্টেট লেভেল মনিটরিং কমিটির সমষ্টি হয়নি কাজে, তাই দুর্গা পূজার সময়েও খোলা থাকবে অফিস, উপস্থিত থাকতে হবে সব কর্মচারীকে। অনেক চেষ্টায়ও নাকি কাজ কানো যায়নি। অনেক রকম জরুরি কাজ বাকী থাকছে, অথবা। আবাস যোজনা নিয়ে তড়িঘড়ির কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বছর দেড়েক পরেই বিধানসভা ভোট, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে কিছুদিন আগে এক মন্ত্রীর সফরকালে। খোলাখুলিই বলা

হয়েছে মিটিং। সাথে এই ব্লকে যোগ হয়েছে মন্ডলের অন্তর্কেন্দ্র। ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রায় রক্তশূন্য অবস্থায় চলছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা হাল্ধ এমনই যে জাতীয় সড়ক অবরোধ হচ্ছে, পানীয় জলের জন্য অবরোধ হচ্ছে, এমনকী স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষকের

রাত ডিউটি করার কথা তখন আবাস যোজনা নিয়ে পোয়াংবাড়ির মত আক্রমণের ঘটনা হলে, কর্মচারীদের নিরাপত্তা দ্রুত ব্যবস্থা করা যাবে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহান অনেকই। দুর্গাপূজার ছুটি ন্যাগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টে

অনেকেই কারণ উৎসবের সময়ে ১৬ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে সুবিধাভোগীদের সাথে মিটিং করে সব ব্যবস্থা করে দেয়া কতটা কার্যকর করা যাবে, তা নিয়েও সন্দেহ করছেন অনেকেই। বিজেপি সরকারে আসার আগে সব অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা, সপ্তম পে কমিশন দেয়া, ইত্যাদি গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০ হাজার টাকার বেতন ৪০ হাজার, এবং ৪০ হাজারের বেতন সোয়া লাখ টাকা করার ভিডিও ছাড়া হয়েছিল, সেসব না হলেও, পূজার বন্ধে অফিস খোলা রেখে সব কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে বলার নির্দেশ দেয়ার মত নজির তৈরি হয়েছে। জিওট্যাগিং না হওয়া, ইত্যাদি একটি এলাকায় না হলে তার দায় শুধু সাধারণ কর্মচারীর উপরেই কেন বর্তাবে, দফতরের উচ্চ পদের আধিকারিকদের জন্য কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা, কিংবা সংশ্লিষ্ট বিডিও ও তার অফিস খোলা রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

যে সকল কারণে জনিত একটি ব্লকের সব পঞ্চায়েত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত

■ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের কাজে জিওট্যাগিং শেষ করে সারতে হবে রেজিস্ট্রেশন।
■ ঘর যারা পাবেন তাদের সাথে মিটিং করে ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে হবে।
■ প্রথম কিস্তির টাকা রিলিজের ব্যবস্থা করতে হবে।

দাবিতে পথে নামছেন, এইসব ব্যাপারে জরুরি কোনও ব্যবস্থা না নিলেও যখন অন্যসব অফিসের কর্মচারীরা ছুটিতে থাকবেন, তখন পুরান আগরতলা সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রের সব পঞ্চায়েত খোলা রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্তে গাজোয়ারি মনোভাব দেখছেন অনেকেই, তাছাড়াও পূজার সময়ে যখন পুলিশ, ইত্যাদি ব্যস্ত থাকবে, সারা

হয়ে থাকে, এই আইনে রাজ্য সরকার তার নিজের দফতর তো বটেই, সেই রাজ্যে যেকোনও প্রতিষ্ঠানকেই আওতায় নিতে পারে। সেই ছুটি চলাকালে একটি ব্লকের সব পঞ্চায়েত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত কতটা আইন সম্মত হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাস্তবিকতা বর্জিত এই সিদ্ধান্ত, এমনও মনে করছেন

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ৭ অক্টোবর।। শাসক দলের সুবিধাবাদী রাজনীতির শিকার অংশই বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা হয়ে থাকেন। নিজেরা নিজেদের মতো করে সব কিছু সাজিয়ে তুলে বিরোধী দলের জন্য রেখে দেওয়া হয় এমন সব উপাদান যা মাটিতেও রাখা যায় না, মাথায়ও রাখা যায় না। এরকম কাণ্ডকারখানা বরাবরই ঘটানো হয় নির্বাচনের আগে। বাম আমলে বিধানসভার এলাকা বিন্যাস এমনভাবে করা হয়ে যে সিপিএম নেতারা নিজেদের সুবিধা বুঝে বুঝে এক এলাকাকে বাদ দিয়েছেন, আরেক এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ভোটে অবশ্য সেই অংক কাজ করেনি। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে রামের ছবি মাথায় নিয়ে। এবার আর ডিলিটিশনে আবেদন সেই শাসক দল। একবারে পছন্দসই পুরসভায় কিংবা নগর পঞ্চায়েতে পছন্দসই পদে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিপিএম তাদের কথাই মাথায় রেখেছে। এবার রাম আমলেও একই অবস্থা। বিরোধী দলের নেতাকে আটকাতো বামদের মতো করেই ঘর সাজাচ্ছেন রামেরা। যাদুঘর খবর, সাক্রম নগর পঞ্চায়েতে এখন বিষয়ক শংকর রায় শান্তিপ্রিয় আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন। বাম আমলে বিপ্লব সান্যালদের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করে শান্তিপ্রিয় ভোমিকের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ! (২) বার্ষিক প্রশ্নে পরীক্ষা কিন্তু পাঠ্যক্রম জড়িত নয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। শিক্ষা দফতর না-হওয়া বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নে অক্টোবরের শেষে পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা করেছে। ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত হবে বাংলা, ককবরক, ইংরেজি, পরিবেশ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা। আগে “সেন্ট্রাল কুয়েশশন”-এ প্রত্যেক

এসেছে। এই পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের পড়াশোনার মান কতটুকু তা যাই হবে এবং ফলাফল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্টে কাজে লাগবে বলেও আগের নির্দেশে বলেছিল। এখন পরীক্ষার দিন ঠিক করে দেওয়া নির্দেশে বলা হচ্ছে, অ্যাসেসমেন্ট হবে “বেসিক স্কিল” নিয়ে, পঠন দক্ষতা এবং গঠনগত যোগ-বিয়োগ, ইত্যাদি অর্থাৎ

এখনকার নির্দেশে ৩০ মিনিটের কোনও পরীক্ষা নেই। এই পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্টে জায়গা করে নেবে কিনা আর, সেটা আর উল্লেখ করা হয়নি। আগের নির্দেশে তেমনটা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠছে, যদি নিয়মিত পাঠ্যক্রমের সাথে যোগাযোগ না থাকে এই পরীক্ষার তবে, বার্ষিক পরীক্ষায় কি এমন প্রশ্ন করা হয়, যেখানে নিয়মিত পাঠ্যক্রম মানে সারা বছর যা পড়ানো হল, তার বাইরে প্রশ্ন থাকে। যদি তা না হয়, তবে সেরকম প্রশ্নে পরীক্ষা নিলে সেটা কী করে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যদি পঠন দক্ষতা এবং বেসিক নিউমেরিস যাচাই করা হয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য, তাহলে পরিবেশ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইত্যাদির প্রস্তুতির জন্য কী পড়াশোনা করবে। সমাজ বিজ্ঞান থেকে “রিডিং” পড়ে শোনানো প্রশ্ন কি বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নে থাকে। পঠন দক্ষতা, বেসিক নিউমেরিস, ইত্যাদি দিয়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

৩৭৭৭৪৪১৪২৯৮

৫৩ Shishu Uddyan Bijnani Bitan A.K. Road Agartala 799001

যতর্কভাবে ‘পারুল’ নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

স্কুলকে পরীক্ষার জন্য নিজেদের মত দিন ঠিক করার দায়িত্ব দিয়েছিল। প্রতিবাদী কলম ৩০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ শিরোনামে স্কুলে স্কুলে নিজেদের ভারিখে বিজ্ঞান, কীভাবে প্রশ্ন বের হয়ে পরীক্ষার আগেই ছাত্রদের হাতে চলে আসবে, তা লিখেছিল। দফতর এখন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে

“বেসিক নিউমেরিস” নিয়ে, তার সাথে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের কোনও সম্পর্ক নেই। এসব যাচাইয়ের পর, স্কুল কর্তৃপক্ষ দুর্বল ছাত্রদের জন্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিশেষ ক্লাস নেবেন। চলতি নতুন দিশ-র ক্যাচআপ কর্মসূচির সাথে মিলিয়ে এই কাজ হবে। আগের নির্দেশে ৬০ মিনিট ও ৩০ মিনিটের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল,

প্রতিবাদীর খবরের জেরে শিশু উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ অক্টোবর।। প্রতিবাদী কলম-এ খবর প্রকাশই যেন বিক্রি হয়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধারে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে। বৃহস্পতিবার শেষ পর্যন্ত চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বিশালগড় হাসপাতাল থেকে নার্স-এর সাহায্যে বিক্রি হয়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। সাময়িককালের জন্য শিশুটিকে এদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শিশুগৃহে। পরবর্তী সময়ে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে তুলে দেওয়া হবে। তবে শিশু কোনার দায়ে বিশালগড় মহিলা থানা জয়া পাল নামক এক মহিলার নামে মামলা নিয়েছে। যিনি শিশুটিকে ক্রিশ হাজার এক টাকা মূল্যে সুমিত্রা পালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। শিশু বেচা-কেনা

দালালের ভূমিকা পালন করেছিলেন হাসপাতালের নার্স যমুনা সাহা। তার বিরুদ্ধেও মামলা নিয়েছে বিশালগড় মহিলা থানা। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে একদিন বয়সি একটি শিশু বিক্রি হয়ে যায় ক্রিশ হাজার এক টাকার বিনিময়ে। অভিযেব তাড়নায় সেই সময়ের নিজের পেটের সন্তানকে বিক্রি করে দিলেও পরবর্তী সময়ে বোধদায় হয় সুমিত্রা পাল নামক বিক্রি হয়ে যাওয়া শিশুটির মায়ের। বিষয়টি প্রতিবাদী কলম-এ বিস্তারিতভাবে

প্রকাশের পরই কান খাড়া হয়ে যায় গোটা প্রশান্তপুরের। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ছুটে আসেন চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা। সকালেই তারা ছুটে যান উত্তর ব্রজপুরের সুমিত্রা পালের বাড়িতে। গোটা বিষয়টি সুমিত্রা পাল খুলে বলায় চাইল্ড

লাইনের কর্মীরা তাকে নিয়ে আসেন বিশালগড় থানায়। সুমিত্রাদেবীকে এখানে বসিয়ে রেখেই পুলিশের সহযোগিতায় চাইল্ড লাইনের কর্মীরা হানা দেন ক্যাম্পের বাজার এলাকার নিঃসন্তান জয়া পালের বাড়িতে। তিনি



শিশুটিকে ক্রিশ হাজার এক টাকায় কিনে নিয়ে য়ে ছেন। নিজের সন্তান না থাকলেও এই সন্তানটি কেই নিজের ভেবে আগলে রাখেন জয়া দেবী। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা তাকে সহ শিশুটিকে নিয়ে

আজ আসছেন সোনকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। বিজেপি জাতীয়স্তরের কার্যকরী কমিটির পুনর্বিন্যাস করে সাংসদ প্রতিমা ভোমিককে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মণ, সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, প্রশস্ত বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা প্রমুখকে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে রেখে ত্রিপুরার বিজেপিকে জাতে তোলার চেষ্টা করেছে। এক বিজেপি বিধায়ক কলকাতায় গিয়ে মাথা মুড়িয়ে দল ত্যাগের ঘোষণা করতই “সংস্কারপন্থীদের” ঘারে ঘারে উপস্থিত হচ্ছেন “মূলধারার” নেতারা, এখন অবস্থা সামাল দিতে জরুরি তলবে রাজ্যে আসছেন ত্রিপুরার বিজেপির প্রভারী বিনোদ সোনকর। উত্তরপ্রদেশের এই সাংসদ বছরখানেক ● এরপর দুইয়ের পাতায়



লখিমপুরের পুনরাবৃত্তি

যোগী-টিকায়ত গোপন আঁতাত?

শাহরুখ-তনয়ের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

অন্ধকারের আশঙ্কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার সময়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বামোলায় ফেলতে পারে। বিদ্যুৎ ঘটতি, এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়া পরিকাঠামোর কারণে। জোড়াতালির পরিকাঠামো বিপদে ফেলতে পারে চাহিলা বেড়ে গেলে, এই আন্দাজ করে শহরমুখী ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে কর্তৃপক্ষ। শহরে আলো থাকলে কাওসালি কম হবে, এই ধরে নিয়ে জোড়াতালি চলছে। তাতেও অবস্থা সামাল দেয়া যাচ্ছে না, রাজধানী আগরতলাতেই দিনের বেলাই যখন-তখন বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধুলো পড়া ইনভার্টার আবার চালু হয়েছে বাড়িতে বাড়িতে। ঘোষণাহীন শাটডাউন নিয়মিত হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবারেই আইজিএম ফিডারের বিস্তীর্ণ এলাকা সলম থেকেই খেপে খেপে বিদ্যুৎ-ছাঁটাইয়ে ভোগেছে। চিনা অনেক ● এরপর দুইয়ের পাতায়

‘প্রতিটি রাজ্যে এইমস’



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সমগ্র দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে প্রতি রাজ্যে অন্তত একটি করে এইমস স্থাপন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সমস্ত জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ

থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পিএম কেয়ার স তহবিলের অর্থনৈতিক মোট ৩৫টি অল্পিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এজিএমসি’র ৪৮৯ লেকচার হলে বৃহস্পতিবার এই ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এই কর্মসূচিতেই বৃহস্পতিবার আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল

কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে ১,০০০ এলপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন পিএসএ অল্পিজেন প্ল্যান্টটিরও উদ্বোধন হয়েছে। তাছাড়াও জিবিপি হাসপাতাল চত্বরেই ৯০০ এলপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পিএসএ অল্পিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারি নির্দেশের বিসর্জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ‘রাজনীতি’ শব্দটার কাছে হয়তো প্রশাসন, প্রশাসনিক নির্দেশ, আইন, আইনের শাসন, সরকারি পদক্ষেপ, আদালতের কঠোর আদেশ—সবই ঠুনকে। রাজনৈতিক দলগুলো যীরে যীরে সরকার তথা প্রশাসনকে বিভিন্নভাবে অমান্য করার এক নিদারুণ খেলায় মেতে উঠেছে। প্রতিদিন যেভাবে সরকারি নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করছে শাসক দল বিজেপি থেকে শুরু করে বিরোধী দল সিপিএম সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো, তা এক কথায় খুবই লজ্জাজনক। রাজনৈতিক দলগুলোর এই ‘অমান্য’ দেখতে দেখতে এখন সাধারণ অংশের জনগণও প্রশাসনকে অমান্য করার উদ্যোগে মেতে উঠেছেন।

TRIPURESHWARI FILLING STATION

Durga Puja Dinamika

FREE COUPON ON FILLING OF PETROL, POWER, & DIESEL

1st Prize: PRESTIGE RICE COOKER

2nd Prize: PRESTIGE PRESSURE COOKER

3rd Prize: HAVELLS ELECTRIC KETTLE

4th Prize: PHILIPS TRIMMER

মলগুলোতে উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়, তাতে দুর্গোৎসবের আমেজে আলো লাগলেও, ভুলুটিত হচ্ছে সরকারি নির্দেশ। গত মাসের ২৭ তারিখ রাজ্যের রাজস্ব

স্বর্নদীয়া স্বর্ণ বাহার

৪ ইহতে ১১ অক্টোবর, ২০২১

নিশ্চিত উপহার সোনার কয়েন

যেকোন কেনাকাটায় *

21% ছাড়* সোনার গয়নার মজুরীতে

75% ছাড়* হীরের গয়নার মজুরীতে

10% ছাড়* পানিক্টি গ্রহণ

এবং রূপোর গয়নার মজুরীতে

প্রতিদিন লাকি-ড্র ৩ টি সোনার কয়েন

অফারের দিনগুলিতে প্রতিদিন শোক্রম খোলা

সবার সাদর আমন্ত্রণ

মেগা লাকি-ড্র 2 Scooty

রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারী

উষাবাজার • আগরতলা • ধর্মনগর

SINCE 1964

Sanitized Showroom We are Vaccinated With all Covid Safety

উষাবাজার ☎ 0381 2342181 | আগরতলা ☎ 0381 2384139

ধর্মনগর ☎ +91 76298 91580